দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭

ভুয়া বিজ্ঞাপনে লোক নিয়োগ

অভিযুক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সুপারিশ এটর্নি জেনারেলের

॥ মাহবুবুর রহমান জুয়েল ॥

ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক নিয়োগের মামলায় অভিযুক্তদের সাময়িক বরখাস্ত অথবা ছুটিতে পাঠানোর মতামত দিয়েছে এটর্নি জেনারেলের কার্যালয়। গত ২৯ জুন এটর্নি জেনারেল এ্যাডভোকেট মাহবুবে আলমের দেয়া মতামত সংক্রান্ত একটি চিঠি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি রেজিস্ট্রার (ঐইন) বরাবর পৌঁছে দেয়া হয়। এ মামলায় অভিযুক্তরা হচ্ছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও বর্তমান মানবসম্পদ পরিচালক শমশের উজ্জামান, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোঃ শহীদুর রহমান ও সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান হেলাল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে গত ৭ এপ্রিলে এটর্নি জেনারেলের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে চার্জশিটভুক্ত আসামিদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, এ বিষয়ক আবেদনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের শীর্ষ আইন কর্মকর্তা ওই মতামত দেন।

এটর্নি জেনারেল কার্যালয় থেকে দেয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, এজাহার ও চার্জশিট দেখে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ গুরুতর এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভাবমূর্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। কোন ফৌজদারী মামলায় তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলেই চার্জশিট দাখিল এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নথিতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলেই কেবল চার্জ গঠন করা হয়।

আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) সংবিধি-৮-এর ১০(১) এবং ১০(৪) উপ-বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত অথবা ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইংরেজি দৈনিক ইনডিপেন্ডেন্ট ও আজকালের খবর নামে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়েছে দেখিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে মোট ৭৬২ জন লোক নিয়োগ করা হয়। পরে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এসব লোক নিয়োগের জন্য উল্লেখিত পত্রিকা দুইটিতে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়নি। বিজ্ঞাপন প্রকাশ বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে কোন বিলও পরিশোধ করা হয়নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রশাসনের প্রতি চারদলীয় জোট সরকারের বিশেষ আনুকূল্য থাকায় এ নিয়ে সে সময় তেমন উচ্চবাচ্য হয়নি। জোট সরকারের বিদায়ের পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে। এক পর্যায়ে ২০০৮ সালের এপ্রিলে এই ঘটনায় গাজীপুর সদর থানায় বিজ্ঞাপন জালিয়াতির অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলে আদালত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন।

এটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের এই মতামতের বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।